অনলাইন সংস্করণ
প্রথম আলো

বন্ধ করুন প্রিন্ট করুন

ঢাকা, মঙ্গলবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৬, ৪ আশ্বিন ১৪১৩, ২৫ শাবান ১৪২৭
বর্ষ ৮, সংখ্যা ৩০৯, আপডেট : বাংলাদেশ সময় রাত ১টা ৫৫ মিনিট

পরম্পরা

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

একটি আন্তর্জাতিক বৎসর ও দুটি শতবার্ষিকী

২০০৫ সাল ছিল পদার্থবিদ্যার আন্তর্জাতিক বৎসর, আইনস্টাইনের স্পেশাল থিওরি অব রিলেটিভিটি প্রকাশের শতবার্ষিকী এবং কার্জন হল নির্মাণেরও শতবার্ষিকী। তিনটি দিবস একসঙ্গে উদ্‌যাপনের এমন সৌভাগ্যময় সন্ধিক্ষণ খুঁজে পাওয়া ভার। এ যেন এক মহা ত্রিবেণীসংগমের উৎসব।

১৯০৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি বড় লাট লর্ড কার্জন হলের ভিত্তি স্থাপন করেন। এর নির্মাণশৈলী সারাসিনিক বলা হলেও ধ্রুপদী সারাসিন স্থাপত্যের মতন তেমন সুকুমার ও নির্ভার নয়। এর অলঙ্করণ করেন রাজপুতনার এক শিল্পী। এই ইমারতের সঙ্গে অনেক স্মৃতি জড়িত রয়েছে। এখানে আমি ইতিহাস ও আইন পরীক্ষা দিয়েছি। মার্কিন সাংবাদিকের সঙ্গে চড়া গলায় তর্ক করেছি। ডা. আনওয়ার হোসেনের ঘরে গিয়ে সময় কাটিয়েছি। এর দরজায় দাঁড়িয়ে সিগারেটও বিক্রি করেছি। এই ইমারতটি তো আমাদের এক জাতীয় উত্তরাধিকার।

লর্ড কার্জন খুব মেধাবী বড় লাট ছিলেন। ভারত সাম্রাজ্যে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও বঙ্গ প্রদেশ ভেঙে দুটো প্রদেশ গঠনের তিনিই ছিলেন হোতা। বঙ্গভঙ্গ ও য়ুনিভার্সিটি বিলের জন্য তিনি নিন্দিত হন। আমার মনে হয় নিন্দার সব কারণ যথার্থ ছিল না। বঙ্গভঙ্গ রদ করার পর বাংলাভাষী উল্লেখযোগ্য অংশ নবগঠিত প্রদেশে থাকেনি। য়ুনিভার্সিটি বিলের জন্য গোষ্ঠীগত বিরোধিতা দানা বাঁধলেও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সেই বিলের সদ্‌বিধানগুলো পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোল পাল্টে দেন। কার্জনের বদৌলতে আমাদের দেশের প্রত্নসম্পদ রক্ষা পেয়েছে, তা না হলে কবে ধুলোয় মিশে যেত।

প্রায় পাঁচশ বছর ধরে ইসলামি বিশ্বে যাঁরা জ্ঞানবিজ্ঞানের মশাল জ্বেলে রেখেছিল তাঁদের নামোচ্চারণে ও প্রশংসায় আমাদের মুখে খৈ ওড়ে। আমরা ভুলে যাই তথাকথিত বিদাত বা নবপ্রবর্তনার জন্য তাঁরা সমাজের ধর্মপুরুষের কাছে কীভাবে লাঞ্ছিত, ধিক্কৃত বা নিগৃহীত হন। আমাদের মনে রাখা দরকার, নাসিরুদ্দিন আল তুসি তাঁর ত্রিকোনোমিতি, ওমর খৈয়াম তাঁর ঘনকের সমীকরণ, জারি ইবন হাইয়ান এবং আল জাজারির বিভিন্ন ধরনের গবেষণার সার-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির জন্য নাসারা ও মোঙ্গলদের হাতে নিগৃহীত হন নাই। আমরা অহঙ্কার করে বলি, মুসলমান পণ্ডিতেরা না থাকলে গ্রিক বিজ্ঞান ও দর্শন বিনষ্ট হয়ে যেত। কথাটা সত্য তাতে সন্দেহ নেই। তবে এও জেনে রাখা দরকার, লাতিন বা হিব্রু ভাষায় অনূদিত না হলে মুসলমান দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের কেতাবও সম্পূর্ণ হারিয়ে যেত। অন্য ধর্মাবলম্বীদের মতো মুসলমানদের কেতাব পোড়ানোর বেশ নাম রয়েছে।

আল কিন্দি (৮০১-৮৭৩) বলতেন, 'বিদ্বজ্জনদের কাজ হচ্ছে তাঁদের পূর্বপুরুষেরা যা প্রকাশ করতে পারেননি তা নিজেদের ভাষায় এবং সমসাময়িক প্রথামতো সম্পূর্ণ করা।' তিনি বলতেন, 'কেতাবে সাধারণ মানুষকে বোঝাবার জন্য যেসব কথা বলা হয়েছে তা যেখানে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে বড় ভুল হবে।' জান্নাতের হুর ও অন্যান্য আকর্ষণীয় বস্তুকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা ঠিক হবে না। কোরানে যখন বলা হয়, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পর্বতমালা, বৃক্ষ, পশুপক্ষী আল্লাহকে সিজদা করে তখন সিজদার অর্থ ধরতে হবে মান্য করা, সত্যি সত্যি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করা নয়। তাঁর কথা, বিশ্বে এমন আইন রয়েছে যা–প্রাণবান বা প্রাণহীন–সকল ধরনের বস্তুকে মেনে চলতে হবে। এই দার্শনিককে ৬০ বছর বয়সে পঞ্চাশ দোররা মারা হয় এবং জনতা সোল্লাসে সেই শাস্তিদান উপভোগ করে।

আল রাজি (৮৬৫-৯২৫) বলেন, 'আল্লাহ মানুষকে তৈরি করে তার মধ্যে তাঁর যুক্তিজ্ঞানের একটা অংশ নিবিষ্ট করে দেন মানুষ যেন বাস্তব জগতকে বুঝতে পারে। আল রাজিকে তাঁর বক্তব্যের জন্য নানা কষ্ট ভোগ করতে হয়। এমনকি, আল বিরুনি বলেন, আল রাজি অন্ধ হয়ে গেছেন আল্লাহর গজবের জন্য। বুদ্ধিমান আল বিরুনির পক্ষে এমন কথা বলার নয়। তবে তিনি কি তাঁর গোঁড়া মুরুব্বিকে খুশি করতে চেয়েছিলেন? যখন একজন ধন্বন্তরি তাঁকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তখন তিনি বলেন, 'আমি পৃথিবীর যথেষ্ট দেখেছি, আরো দেখার জন্য আর

অস্ত্রোপচার করতে চাই না।'

ইবন সিনা (৯৮০-১০৩৭) সতেরো বছর বয়সে একজন প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসাবিজ্ঞানী হন। অ্যারিস্টটলের দর্শন প্রচার করার অভিযোগে আল গাজ্জালি তাঁকে অবিশ্বাসী বলেন। রক্ষণশীলদের হাতে ইবন সিনা একাধিকবার নিগৃহীত হন। রক্ষণশীলদের অভিযোগ, 'আল রাজি প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করেন না, আল ফারাবি শরিয়ায় বিশ্বাস না করে যুক্তিতে বিশ্বাস করেন এবং ইবন সিনা শরীরের পুনরুত্থান মা'দ জিসমানিতে বিশ্বাস করে না।' ইবন সিনার বন্ধুরা তাঁকে রয়ে সয়ে চলতে বললে তিনি বলেন, 'আমি দীর্ঘায়ু সঙ্কীর্ণ জীবনের চেয়ে স্বল্পায়ু প্রশস্ত জীবন কামনা করি।'

আল গাজ্জালি বলতেন, সকল কর্মই স্বর্গীয় হস্তক্ষেপের ফল। এহেন কারণ দর্শানোর ক্ষেত্রে ইবন রুশদ (১১২৬-১১৯৪) বলেন, 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কারণ অস্বীকার করা এক ধরনের কূটতর্ক...কারণ অস্বীকার করা মানে জ্ঞান অস্বীকার করা, এবং জ্ঞান অস্বীকার করা মানে বলা–পৃথিবীর কোনো কিছু আমাদের জ্ঞানায়ত্ত নয়।' ইবন রুশদের সব কেতাব পুড়িয়ে ফেলা হয়।

ইবন খলদুন (১৩৩২-১৪০৬) শুধু ইসলামি জগতের নয়, সারা বিশ্বের প্রথম সমাজবিজ্ঞানী ও ইতিহাস-দার্শনিক। তিনি বলতেন, প্রজন্মের মধ্যকার পার্থক্য তাঁদের অর্থনৈতিক জীবনচর্চার অভিব্যক্তি। ইবন খলদুনই প্রথম শ্রমতত্ত্বের কথা ব্যাখ্যা করেন। তিনি আরবদের সম্পর্কে ভালো কথা বলেননি। ইসলামের জন্ম আরবে হলেও এবং ইসলামের নবী আরব হলেও মুসলিম জগতে সামান্য মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া ধর্ম ও বুদ্ধি উভয় ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পণ্ডিতেরা ছিলেন সব অনারব। এ কথার জন্য এই সেদিন, ১৯৩৩ সালে ইরাকের শিক্ষা মহাপরিচালক সামি শওকাত বলেছিলেন, ইবন খলদুনের কবর খুঁড়ে সমগ্র আরব জগৎ ঢুঁড়ে তাঁর সব কেতাব পুড়িয়ে ফেলা দরকার।

মানুষের স্বাধীনতার বড় শত্রু মানুষ। মানুষ বড় অসহিষ্ণু, কিন্তু ধর্ম যখন রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভোগ করে তখন অসহিষ্ণুতা সকল মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। কারো জীবন নিরাপদ থাকে না। উন্নতির সময় ইসলামি সমাজ নিয়তিনির্ভর ছিল না। কাদারি ও জাবরিয়ার মধ্যে কাদারিয়া বা স্বেচ্ছায় বিশ্বাসীদের প্রায়শই জয় হতো। কিন্তু কালক্রমে আশারিদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। কার্যকারণ সম্পর্ককে অস্বীকার করা হয়। এই অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার হাত থেকে এখনো মুসলমান বিশ্বের বৃহৎ অংশ বিপন্মুক্ত নয়। এমনকি ইবন খলদুনের সময়েই স্বাধীন গবেষণার দিন শেষ হয়ে যায়। মুসলমানরা ইউরোপে কাগজ প্রচলন করেন, কিন্তু কেতাব ছাপানোর কথা চিন্তা করেননি। এই ঔদাসীন্য দক্ষিণ এশিয়াতেই বিরাজ করছিল। মুঘল স্থাপত্যের সুনামের সঙ্গে আনুপাতিকভাবে বিদ্যাচর্চার নজির তেমন দেখা যায় না। যে সমাজ কেবল ভোগের জন্য অপরের আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি আমদানি ও ব্যবহার করে কিন্তু তাদের গঠন, নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার খোঁজ নেয় না সেখানে বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটবে কী করে?

অসীমের মধ্যে কোথা থেকে সৃষ্টির আরম্ভ হলো, আমরা এখনো সঠিক জানি না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিশ্বপরিচয়-এ বলছেন, 'অসীমের মধ্যে কোথা থেকে আরম্ভ হল। অসীমের মধ্যে একান্ত আদি ও একান্ত অন্তের অবিশ্বাস্য তর্ক চুকে যায় যদি মেনে নিই আমাদের শাস্ত্রে যা বলে, অর্থাৎ কল্পে কল্পান্তরে সৃষ্টি হচ্ছে, আর বিলীন হচ্ছে, ঘুম আর ঘুম-ভাঙার মতো।'

সৃষ্টির প্রশ্ন উঠলে প্রলয়ের কথা ওঠে। কিন্তু সেই প্রলয় বা কিয়ামত কখন কবে হবে, আমরা জানি না। পাদরি-মোল্লা-পণ্ডিতেরা নানা কথা বলেন। বাইবেলের সেন্ট মার্ক ১৩: ৩২-এ বলা হয়েছে, 'তবে মানুষ জানে না সেই দিন বা ক্ষণ সম্পর্কে, স্বর্গের দেবদূতরাও না, পুত্রও না, শুধু জানেন পিতা।' কোরানের একাধিক সুরায় বলা হয়েছে, কিয়ামতের আগমন মানুষের বা শেষ নবীরও জানার কথা নয়। কিয়ামতে বিশ্বাস মুসলমানদের জন্য তাঁদের ইমানের এক অঙ্গ। বর্তমানে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও মহাকাশবিদ্যায় সূর্যের শক্তিক্ষয়ের যেসব তত্ত্ব বলা হচ্ছে তাতে কিয়ামত অপ্রতিরোধ্য। কোরানের কাফ সুরার ১৫ আয়াতে আল্লাহ বলছেন, 'আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে পুনঃসৃষ্টির ব্যাপারে ওরা সন্দেহ করছে।' এই পুনঃসৃষ্টি কিয়ামতের পরবর্তীকালের কথা, না হিন্দুশাস্ত্রে কল্প ও কল্পান্তরে যে সৃষ্টির কথা বলছে তার অনুরূপ? ধর্ম নিয়ে আলোচনার এখানেই ইতি টানি।

আজ বিজ্ঞানের আসর। আর এই বিজ্ঞান নিয়ে জাতপাতের কথা উঠেছে। কেউ বলে হিন্দু বিজ্ঞান, কেউ বলেন ইসলামি, কেউ বলেন মার্কসবাদী বিজ্ঞান, আবার কেউ কেউ তৃতীয় বিশ্বের বিজ্ঞানও বলছেন। যাঁরা একেশ্বরবাদী তাঁরাও বিজ্ঞানের এই পঙ্‌ক্তি-বিচার করছেন। কমিউনিস্ট পদ্ধতির একটা শক্তি হচ্ছে যে এর ধর্মের কিছু চরিত্র আছে এবং ধর্মের মতো তার একটা আবেগও রয়েছে। সোভিয়েত মার্কসবাদীরা লাইসেঙ্কোর তত্ত্বের পৃষ্ঠপোষকতা করতে গিয়ে অনেক বিজ্ঞানীর দুঃখের কারণ হয়েছিলেন। ধর্ম দিয়ে অনেকে বিজ্ঞান বিচার করার চেষ্টা করেছেন। বাইবেলের জ্ঞানে আর্চবিশপ আসর (Archbishop Ussher) এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে পৃথিবীর যাত্রা শুরু হয় খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০৪ সালে ২৩ অক্টোবর সকাল ৯টায়। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্পর্কে অনেকেই এ রকম ঢালাও মন্তব্য

করেছেন। পাকিস্তানের আইনজীবী আল্লারাখা খোদারাখা ব্রোহি-যিনি সামরিক শাসনের পক্ষে প্রয়োজন-তত্ত্বের ওকালতি করেন-তিনি বলেন, 'আমার সুচিন্তিত মত এই যে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করলে আইনস্টাইনের চলমান পার্টিকলসের ব্যবহার বা বস্তুর চূড়ান্ত উপাদান সম্পর্কে বক্তব্য অসত্য।'

ইংল্যান্ডের উরস্টারের বিশপের স্ত্রী ডারউইন তত্ত্বের খবর শুনে মন্তব্য করলেন, 'আমরা বানরের বংশধর! সাংঘাতিক ব্যাপার! আমি আশা করি এ সত্য নয়, কিন্তু যদি হয়, তবে আমরা প্রার্থনা করব সকলে যেন এ জানতে না পারে।' বিজ্ঞানের আবিষ্কারে কোনো ধর্মের গোঁড়া অনুসারীরাই স্বস্তি পাননি। বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডতম মারমূর্তি ছিল খ্রিষ্টধর্মের যাজকদের। ডাইনিদের পুড়িয়ে, পুরুষদের দেহ ছিন্নভিন্ন করেই তাঁরা ক্ষান্ত হননি, মৃত ব্যক্তির হাড়গোড় তুলেও নষ্ট করা হয়েছে। ওয়াইক্লিফ (আ. ১৩২৪-১৩৮৪) জীবাশ্ম ও ভূতত্ত্বের প্রমাণ থেকে বলেছিলেন, এই পৃথিবী কয়েক শত সহস্র বৎসরের প্রাচীন। কিন্তু আর্চবিশপ না বলেছেন খ্রিস্টপূর্ব ৪০০৪ সালের ২৩ অক্টোবর সোমবার বেলা ৯টায় পৃথিবীর জন্ম হয়েছে? ওয়াইক্লিফের ওই মত এবং মাতৃভাষায় বাইবেল অনুবাদ করার জন্য তাঁর দেহ কবর থেকে তুলে পোড়ানো হয় যাতে করে মতদ্বৈধ ও সন্দেহের বীজ পৃথিবীকে সংক্রামিত না করে। ওয়াইক্লিফের দেহভস্ম-তাঁর জীবনীকারের মতে-এক নদী থেকে আরেক নদী বেয়ে, সুইফট থেকে এভন, এভন থেকে সেভার্ন, সেভার্ন থেকে শীর্ণ সমুদ্রে, তারপর মহাসমুদ্রে মিশে গিয়ে তার মতবাদের প্রতীক হিসেবে ছড়িয়ে পড়ল সারা পৃথিবীতে। মধ্যযুগের খ্রিষ্টধর্ম এক সম্পূর্ণ জীবন-সংহিতা, নড়চড় হওয়ার জো নেই। তাই বেকন, ওয়াইক্লিফ, ব্রুনো, গ্যালিলিওর প্রতি চার্চের এত রাগ। গ্যালিলিওর মতের জন্য খ্রিষ্টধর্মের মূল বিশ্বাসের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হওয়ার কথা নয়, তবে যেমনটি বার্নার্ড শ বলেছিলেন-যাঁরা কেতাব লিখেছিলেন তাঁরা কি পৃথিবীর পরিক্রমণ সম্পর্ক এতই অজ্ঞ ছিলেন যে তাঁদের মনে হয়েছে গ্যালিলিও বিদাত-কথাবার্তা বলছেন! গ্যালিলিও তোবাতাল্লা করে বেঁচে গিয়েছিলেন। বহুদিন পর রোমান ক্যাথলিক চার্চ তাঁকে একটা দায়সারা স্বীকৃতি দিয়েছে।

জোসেপ ক্যাম্পবেল তাঁর দ্য পাওয়ার অফ মিথ (১৯৮৮) গ্রন্থে বলছেন, 'আমরা জানি, যিশুখ্রিষ্টের পক্ষে স্বর্গে আরোহণ করা সম্ভব ছিল না, কারণ মহাবিশ্বে কোথাও বস্তুগত স্বর্গ নেই। আলোকের গতিবেগের ওপরে উঠলেও যিশু এখনো ছায়াপথেই থাকতেন।'

আইনস্টাইন অবশ্য বলেছেন, ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান খঞ্জ। বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ। আমাদের মতো আম জনসাধারণের খেয়ালে যে এ নেই তা নয়, এক অন্ধ আর এক খঞ্জ সহযোগিতা করলে জীবনের অনেক পথ পার হওয়া যায়।

বহুদিন আগে ১৮৫৭ সালে ইমারসন একটা সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, 'প্রাকৃতিক ইতিহাসের সাহায্যে ঈশ্বর বিশ্বাস শেখানোর চেষ্টা কোরো না...তুমি দুটোই নষ্ট করবে।'

আমাদের মনের শক্তির সীমাবদ্ধতার কথা ভেবেই আইনস্টাইন বলেছিলেন, 'আমরা যেন বুদ্ধিবৃত্তিকে ঈশ্বর না বানাই সেদিকে সাবধান হওয়া উচিত। অবশ্যই তার শক্তিময় পেশি রয়েছে, কিন্তু তার তো কোনো ব্যক্তিত্ব নেই।' ১৯৩৪ সালে আইনস্টাইন বলেন, 'আমাদের সবচেয়ে সুন্দর যে বিষয় সম্পর্কে আমরা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারি তা রহস্যময়। সত্য কলবিদ্য এবং সত্য বিজ্ঞানের সূচনায় যে রয়েছে একটা মৌলিক ভাবাবেগ।'

আজকের অনুষ্ঠান উপলক্ষে আওয়ার আলমা ম্যাটার নামে যে সংকলনটি আপনারা প্রকাশ করেছেন তাতে আপনারা আইনস্টাইনের প্রতিকৃতির নিচে একটা লাইন তুলে দিয়েছেন, 'সুন্দরীর পাশে এক ঘণ্টা বসে থাকা এক মিনিটের সমান-এটাই আপেক্ষিক তত্ত্ব।'

কথাগুলো সম্পূর্ণ উদ্ধার করা হয়নি। আইনস্টাইন বলেছিলেন, 'যখন কেউ সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে এক ঘণ্টা বসে থাকেন তখন তার কাছে মনে হয় এক মিনিটের মতো।' এর পরও একটা লাইন ছিল, 'কিন্তু সে যখন এক তপ্ত স্টোভের ওপর এক মিনিট বসে থাকে তখন তা এক ঘণ্টার চেয়ে দীর্ঘতর মনে হয়। ওইটেই আপেক্ষিক তত্ত্ব।' এ ব্যাপারে আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি ঢাকা ফিজিক্স গ্রুপের এম সাঈদুজ্জামান ওই সংকলনের ২৩৭ পৃষ্ঠায় তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর জীবনসঙ্গিনীর দেখা পান এই চত্বরে। এক সন্ধ্যায় তিনি তাঁর পাণিপ্রার্থনা করেন। সাড়া পেতে কয়েক সপ্তাহ কেটে যায়। তাঁর কাছে মনে হয়েছিল কয়েক বছর।

আইনস্টাইনের কথাটা হেঁয়ালির মতো শোনালেও উদ্ধৃতিতব্য, 'পৃথিবীর সম্পর্কে সবচেয়ে অবোধ্য বিষয়টা হচ্ছে যে, একে বোঝা যায়।'

আইনস্টাইন বড় আশাবাদী ছিলেন। তাই তিনি বলেন, 'যে মানুষ তার নিজের এবং সহসৃষ্টদের মূল্যহীন ভাবে সে শুধু দুর্ভাগাই নয়, সে জীবনেরই অযোগ্য।'

গবেষণার জন্য স্বাধীনতার দরকার। আইনস্টাইন বলেন, 'যা কিছু মহান এবং প্রেরণাদায়ক তা এক ব্যক্তিরই সৃষ্টি, যিনি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পেরেছেন।'

আইন একা বাকস্বাধীনতা দিতে পারে না। শাস্তির কথা না ভেবে প্রত্যেকে মতামত ব্যক্ত করতে পারে, যদি সমগ্র জাতির মধ্যে সহিষ্ণুতার ভাব থাকে।

নীতিশাস্ত্রের সূত্র বৈজ্ঞানিক সূত্রের মতোই একইভাবে পরীক্ষা করে নির্দিষ্ট করা হয়। সত্যই কেবল অভিজ্ঞতায় টিকে থাকে।

'দুর্বল' ও 'বিদ্যুৎচুম্বকীয়'–প্রকৃতির এই দুই মূল শক্তি সম্পর্কে ১৯৭৯ সালে যে সূত্র আবিষ্কৃত হয় তা সালাম-হ্বাইনবার্গ নামে পরিচিত। আবদুস সালাম ও স্টিফেন হ্বাইনবার্গ এই দুই ব্যক্তিত্ব ধর্মের ব্যাপারে সম্পূর্ণ দুই মেরুর লোক। একজন কোরান থেকে প্রভূত উদ্ধৃতি দিতেন। হ্বাইনবার্গ জন্মগতভাবে ইহুদি হলেও আসলে নিরীশ্বরবাদী এবং অস্তিত্ববাদী, যাঁর কাছে মহাবিশ্ব অর্থহীন এবং এক উদ্দেশ্যহীন সত্তা। কিন্তু কী আশ্চর্য; দুজনে প্রায় একই সময়ে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছান। বিজ্ঞানীর ধর্ম থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানের ধর্ম নেই। সালাম নোবেল প্রাইজ পেলে সাধারণ মুসলমানরা উল্লসিত হন, কিন্তু আহমদিয়া বলে কোনো কোনো দেশে অমুসলমান হিসেবে বিবেচিত এবং অবহেলিত হন।

কবিরও বিজ্ঞানীর মন থাকতে পারে। রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয় কথাবার্তা রাসেল বা আইনস্টাইনের তেমন সুবিধার মনে হয়নি। কবি কিন্তু রহস্যের ইঙ্গিত পেতে পারেন, দিতেও পারেন। অধঃপারমাণবিক প্রকৃতি সম্পর্কে আইনস্টাইনের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যেসব কোয়ান্টাম পদার্থবিদ দ্বিমত পোষণ করেছেন সে ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাদের এক ধরনের মিল রয়েছে। সুপার কনডাক্টিভিটির ওপর কাজের জন্য যাকে ১৯৯২ সালে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়, সেই ব্রায়ান জোসেফসন বলেন, 'আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যে সত্যের কথা বলেন তা আইনস্টাইনের ধারণা থেকেও সূক্ষ্ম।'

১৯০১ সালে লর্ড কার্জন সিমলায় সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলন ডাকেন। তুলনামূলক অগ্রসর হিন্দু সম্প্রদায়ের নানাবিধ উন্নতি দেখে অনগ্রসর মুসলমানেরা ভাবিত হয়ে ওঠেন। মুসলমান সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উদ্যোগে ১৯০৬ সালে ঢাকার শাহবাগে সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। সেই পরিবেশে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা।

মুসলমান সমাজে বরাবরই শিক্ষার প্রতি একটা সম্?মবোধ ছিল। মুসলমান গৃহস্থ নিজে কম খেয়ে তালবে এলিমকে, জায়গির ছাত্রকে লালন করেছেন এবং কোনো কোনো সময় ঘরজামাই হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সেই সমাজ মানুষ আজ ছাত্রদের ডর করে। রাজনৈতিক দলের নন্দীভৃঙ্গিরা চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজি করে ছাত্রধর্ম ও ছাত্র নামের অপমান করেছে।

সে যা-ই হোক, সেদিন শিক্ষার বলেই এক ভেক-উল্লম্ফন প্রক্রিয়ায় বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে মুসলমান মধ্যবিত্তের সৃষ্টি হলো। প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হননি, শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন। এই শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের দোটানা ভাব গেল না। অধ্যাপক শহিদুল্লাহ বলতেন, দেশে দুই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা থাকতে পারে না। আমরা মাদরাসা শিক্ষার ব্যাপারে যে দোটানায় ভুগছি সেটা আমরা বুঝেই বুঝতে পারি না। এ ব্যাপারে সব সংস্কার ভন্ডে ঘি ঢালা হয়েছে। আজ ভোট হারানোর ভয়ে ক্ষমতায় যাঁরা আছেন এবং যাঁরা আসতে চান, সবাই মাদরাসা-কওমি মাদরাসাকে রেয়াত দিতে চায়। দেশাতিরিক্তে অনুপ্রাণিত ও অমাতৃভাষায় শিক্ষিত কওমি মাদরাসার ছাত্ররা আমাদের নানা সুখ-দুঃখের সাথী। তাদের কাছে সাধারণ মানুষ উপদেশ-নসিহত পরামর্শ নিতে যায়। শোকে-দুঃখে আমাদের তারাই সবরের কথা শোনান এবং আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য তারাই প্রার্থনা করেন। কিন্তু যে শিক্ষার মূল উর্ধ্বে তাকে আমরা কেন নাসারা-প্রবর্তিত ডিগ্রির সমান করব। এই সমান মর্যাদার দাবি এক দিকে ভালো লক্ষণ, আধুনিকতাকে পরোক্ষে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু জিন থেকে কি আমরা বিদ্যুৎ বা জ্বালানি শক্তি উৎপাদন করতে পারব?

যা-ই হোক, শিক্ষিত মুসলমানদের অগ্রগতির কথা বলছিলাম। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবিতে দ্বিজাতিতত্ত্বের অজুহাত দেখিয়ে বাংলার মুসলমান বলতে গেলে এককভাবে পাকিস্তান আন্দোলনকে কামিয়াব করেন। তাঁরা চান বাংলা অখণ্ড থাকবে। প্রায় সেই একই যুক্তিতে যেখানে কংগ্রেসের অখণ্ড ভারতের দাবি করেন।

রাজনীতির অভাবিত ডামাডোলে ভারত দুই ভাগে, বাংলা দুই ভাগে এবং পরে পাকিস্তান দুই ভাগে বিভক্ত হলো। এসব পরিবর্তন কি পদার্থবিদেরা তাদের ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরি বা সম্বন্বিত ক্ষেত্রতত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারবেন? কোথায় সেই থিওরি অব এভরিথিং যা সব সমস্যার সমাধান দেবে? আমরা জানি না। এখনো এসব তত্ত্ব আমাদের করায়ত্ত নয়। যা-ই হোক দেশের বিদ্যমান অস্থিরতা থেকে আমরা যেন বিচলিত না হই। দেশে-বিদেশে আমাদের পদার্থবিদরা সুনাম অর্জন করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জগদীশচন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহা ও কাজী মোতাহার

হোসেনের স্মৃতিবিজড়িত অঞ্চলে আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। ওই মনিষীরা বিজ্ঞানের ভ্রমরকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। আজ আমাদের লাইব্রেরি-ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানের ভ্রমর সংগোপনে লালিত হচ্ছে। আমাদের প্রথিতযশা বিজ্ঞানীরা সবাই বাংলা চর্চা করেছিলেন। কাজী মোতাহার হোসেন ফিশন ও ফিউশনের অনুবাদ করেছিলেন 'তোড়' ও 'জোড়'। আপনারা ভালো করেই জানেন, তোড়বোম ও জোড়বোম কী। বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য পৃষ্ঠপোষকতা একান্ত প্রয়োজন। আসুন আমরা আমাদের সামর্থ্যমতো বিজ্ঞানকে সমর্থন জানাই এবং তার পৃষ্ঠপোষকতা করি।

১২ সেপ্টেম্বর ২০০৬ ঢাকার কার্জন হলে ২০০৫ সালের আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যার বৎসর, আইনস্টাইনের স্পেশাল থিওরি অব রিলেটিভিটি প্রকাশের শতবার্ষিকী এবং কার্জন হলের শতবর্ষের উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান : সাবেক প্রধান বিচারপতি। ১৯৯৬-এর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা।

URL : http://www.prothom-alo.com/print.php?t=m&nid=MzU0OA==

বন্ধ করুন | প্রিন্ট করুন

Home | **About Us** | **Feedback** | **Contact**

Best viewed at 1024 x 768 pixels and IE 5.5 & 6

Editor : Matiur Rahman, Published by : Mahfuz Anam, 52 Motijheel C/A , Dhaka-1000.
News, Editorial and Commercial Office: CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue, Karwan Bazar, Dhaka-1215.
Phone: (PABX) 8802-8110081, 8802-8115307-10, Fax: 8802-9130496, E-mail : info@prothom-alo.com

Concept & Design by **Prothom-Alo.com**
Copyright 2005, All rights reserved by Prothom-Alo.com